সমকাল

তারিখ 27 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ঢাবির খেলার মাঠ দখল করে ব্যবসা

আদালতের নির্দেশও মানছে না তমা কনস্ট্রাকশন

দীর্ঘদিন ধরে ঢাবি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ দখল করে রেখেছে তমা কনস্ট্রাকশন ■ মাহবুব হোসেন নবীন

■ রেজা আকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ দখল করে অবৈধভাবে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ ছয় বছর ধরে ঢাবির খেলার মাঠের প্রায় চার বিঘা জমি দখলে রেখেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষার্থীরা একাধিকবার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আদালত থেকেও মাঠটি দখলমুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু কোনো কিছুই কাজে আসেনি। মাঠ আগের মতোই দখলে রেখেছে তমা কনস্ট্রাকশন নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি। প্রভাবশালী ওই প্রতিষ্ঠানটির কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে ঢাবি কর্তৃপক্ষ। তবে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, তারা অনুমতি নিয়ে মাঠ ব্যবহার করছে।

এ বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সমকালকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আছে তমা। এ জন্য প্রতিষ্ঠানটি স্বল্প সময়ের জন্য ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে মাঠের কিছু অংশ নিজের দখলে নেয়; কিন্তু তাদের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হলে নির্মাণসামগ্রী সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। এ বিষয়ে আইনি বিষয়গুলোও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানান উপাচার্য। ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

ঢাবির খেলার মাঠ

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

জানা যায়, ২০১০ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাবির শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র সংলগ্ন কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে বিভিন্ন নির্মাণসামগ্রী রাখা শুরু করে তমা। ধীরে ধীরে তাদের দখল করা অংশের পরিধিও বাড়তে থাকে। ওই সময় মল্লিক কনস্ট্রাকশন নামের অন্য একটি প্রতিষ্ঠানও ক্যাম্পাসের বিভিন্ন কাজ করত। তারাও মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের কিছু অংশে নির্মাণসামগ্রী রাখত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তমা ঢাবির প্রায় সব নতুন ভবন নির্মাণের কাজ পেয়ে যায়। সেই থেকে মাঠ তমার দখলে রয়েছে।

ঢাবি প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ২০১১ সালের ১২ অক্টোবর ঢাবির কবি সুফিয়া কামাল হল নির্মাণের কাজ শুরু করে তমা। ওই সময় প্রতিষ্ঠানটি মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঢাবি কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে একটি বেসিং প্লান্ট স্থাপন করে। একই বছরের ২৬ নভেম্বর এ নিয়ে আপত্তি তোলেন শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক শওকতুর রহমান। তিনি তৎকালীন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) ও ঢাবির স্পোর্টস বোর্ডের সভাপতি অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হোসাইনের কাছে বেসিং প্লান্ট স্থাপনের ক্ষতির নানা দিক তুলে ধরেন। তিনি অভিযোগে বলেন, তমার আগে আরও একটি বেসিং প্লান্ট স্থাপন করেছিল মল্লিক কনস্ট্রাকশন। দুটি বেসিং প্লান্ট স্থাপনের কারণে মাঠ ছোট হয়ে পড়ায় খেলাধুলায় বিঘ্ন ঘটছে। এ ছাড়া প্রচুর সিমেন্ট পড়ে মাঠের মাটি শক্ত হয়ে খেলাধুলার অনুপযোগী হয়ে পড়ছে।

জানা যায়, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের আপত্তিতে কিছুই হয়নি। বেসিং প্লান্ট থেকে উৎপাদিত মিকশ্চার এগরিগ্রেটস (কংক্রিটের মিশ্রণ) তাদের বিভিন্ন প্রকল্পে সরবরাহ করতে থাকে তমা। পাশাপাশি সেখানে উৎপাদিত মিশ্রণ তারা বাজারজাতও শুরু করে। ঢাবির প্রকৌশল শাখা ২০১২ সালের ৪ এপ্রিল এ বিষয়ে তমাকে সতর্ক করে চিঠি দেয়। তাতে উৎপাদিত মিশ্রণ অন্যত্র বিক্রি না করার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়। চিঠি দেওয়ার পর উল্টো ঘটানো ঘটে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটি মল্লিক কনস্ট্রাকশনের বেসিং প্লান্টসহ অন্যান্য সামগ্রীও তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। দুটি বেসিং প্লান্টের কারণে সংকটের মুখে পড়ে খেলার মাঠ ও আশপাশের পরিবেশ। ওই বছরের ৩০ জুলাই ঢাবির প্রধান প্রকৌশলী বরাবর চিঠি দেন শওকতুর রহমান। তিনি বলেন, মাঠের দুটি বেসিং প্লান্ট চালাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিংপুল থেকে পাইপের মাধ্যমে পানি নেওয়া হয়। সেই পাইপ ফেটে মাঠ খেলার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ১১ সেপ্টেম্বর প্লান্ট দুটির ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালককে চিঠি দেন শহীদুল্লাহ হলের প্রাধ্যক্ষ ড. মো. আজিজুর রহমান। তিনি অভিযোগ করেন, দুটি বেসিং প্লান্টের কারণে শব্দ দূষণ ও পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। বিকট শব্দে কয়েকটি মালবাহী ট্রাক-লরি রাত-দিন হাইড্রোলিক হর্ন বাজিয়ে যাওয়া আসা করে। এ ছাড়া প্লান্টে ব্যবহৃত সিমেন্ট-বালু সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে ছাত্রদের পড়ালেখা, খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমের মারাত্মক ব্যাঘাত হচ্ছে। এসব উল্লেখ করে তিনি প্লান্ট দুটি দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। এতসব আপত্তির পর ২০১৩ সালে ৪ মে ঢাবির প্রশাসনিক ভবনে তৎকালীন উপ-উপাচার্যের সভাপতিত্বে 'তথ্য অনুসন্ধান কমিটির' সভা হয়। সভা থেকে প্লান্ট দুটি অপসারণের সিদ্ধান্ত হলেও আমলে নেয়নি তমা।

মঙ্গলবার সরেজমিনে দেখা যায়, খেলার মাঠের প্রায় চার বিঘা জমি টিন ও ইট দিয়ে ঘিরে রেখেছে তমা কনস্ট্রাকশন। ভেতরে পাথর, খোয়া ও বালুর বিশাল বিশাল স্তূপ। রয়েছে পাথর ক্রাশার মেশিন। এর পাশে আছে নির্মাণসামগ্রী তোলার বিশালাকৃতির বেশ কয়েকটি যন্ত্র। সেখানে রাখা হয়েছে কয়েকটি লরিও। ভেতরে চোখ রাখতেই দেখা যায়, কয়েকজন নির্মাণশ্রমিক ইলেকট্রিক কাটার দিয়ে মোটা মোটা রড কাটছেন।

আদালতের নির্দেশও মানেনি : ২০১২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ নামের একটি সংস্থা ঢাবির মাঠ দখল বন্ধে উচ্চ আদালত একটি রিট করে। শুনানিতে রিটকারী সংস্থার পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মনজিল মোরশেদ। শুনানি শেষে ওই বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নির্মাণসামগ্রী সরিয়ে মাঠে খেলাধুলার অধিকার নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন আদালত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও শাহবাগ থানার ওসিকে ওই নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে বলা হয়। কিন্তু চার বছর পেরিয়ে গেলেও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। পরে ২০১৩ সালের ২৬ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় সিদ্ধান্ত হয়, এক সপ্তাহের মধ্যে মাঠের দখল না ছাড়লে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ওই সিদ্ধান্তেরও বাস্তবায়ন হয়নি।

আইনজীবী মনজিল মোরশেদ সমকালকে বলেন, স্বল্প সময়ের জন্য নির্মাণসামগ্রী রাখা যেতেই পারে; কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য তা সমীচীন নয়। রায়ে এটা সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশও ছিল। এরপর তমা নির্দেশ মানেনি। এখন মাঠ বাঁচাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

ঢাবির প্রশাসনিক বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, কবি সুফিয়া কামাল হল নির্মাণের মাধ্যমে কাজ শুরু করে তমা। এরপর বিজয় ৭১ হল, চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য ২০তলা বঙ্গবন্ধু ভবন, ৭ই মার্চ ভবন, শেখ রাসেল টাওয়ারসহ আরও অনেক কাজ তারা পেয়েছে।

ঢাবির শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক শওকতুর রহমান বলেন, খেলার মাঠ দখলে রাখায় খেলাধুলা আয়োজনে ব্যাপক সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাঠে নিয়মিত খেলাধুলার ব্যবস্থা রাখতে চায়। ঢাবির প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) এ কে আফজালুল হক সমকালকে জানান, তিনি নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন। তার পরও তমার বিষয়ে বিভিন্ন আপত্তির কথা তিনি শুনেছেন।

তমা কনস্ট্রাকশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আতাউর রহমান মানিক বলেন, বর্তমানে তারা রোকেয়া হলের ভেতরে ৭ই মার্চ ভবন নির্মাণ করছেন। এ কাজ শুরুর আগে খেলার মাঠের কিছু অংশ ব্যবহার করতে অনুমতি নেওয়া হয়েছে। তমা আরও কয়েকটি কাজ পেয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ কারণেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাঠের ওই জায়গা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। তমা দখল করে কাজ করছে না।